CHAPTER 1

ব্যবস্থাপনার ভিত্তি

Basics of Management

আলোচ্যসূচি

- ব্যবস্থাপনার বিবর্তন
- ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
- ব্যবস্থাপনার ধারণা
- ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া
- ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
- ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব
- ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য
- ব্যবস্থাপনা কলা
- ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান
- ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞান
- ব্যবস্থাপনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য
- ব্যবস্থাপনার স্তর
- ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা
- ব্যবস্থাপনার পরিধি
- প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
- ব্যবস্থাপনা হল পেশা
- প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য
- ব্যবস্থাপনার কাজ
- ব্যবস্থাপনা হল পেশা
- পেশার বৈশিষ্ট্য

ভূমিকা [Introduction] :

ব্যবস্থাপনার ইতিহাস যেমন বিস্তৃত তেমন তাৎপর্যপূর্ণ। বাইবেলে মুসা যোগ্য, দক্ষ ও সমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে দলপতি নির্বাচন করতেন। চিনা দার্শনিক লাও তুজ মনে করেন, ভালো ব্যবস্থাপক খুব ভালো কর্মীদের সহায়তা করেন। মহান ব্যবস্থাপক সবচেয়ে নীচের দশ শতাংশ কর্মীদের পাশে দাঁড়ান। ("The greatest leader forgets himself and attends to the development of others. Good leaders support excellent workers. Great leaders support the bottom 10 percent.")। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় ধারণার সারসত্য উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক ব্যবস্থাপকরা মনে করেন, ভালো ব্যবস্থাপনা চেকার্স খেলার শামিল। কিন্তু মহান ব্যবস্থাপনা দাবা খেলার মতো। ("Average managers play checkers, while great manager play chess. In checkers all the pieces are uniform. In chess, reach piece moves in a different way".)। প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অর্জিত জ্ঞানের বাহ্যিক প্রয়োগ অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। যিনি যে কাজে সফল তিনিই যথার্থ ব্যবস্থাপক।

1.1 ব্যবস্থাপনার বিবর্তন [Evolution of Management]

4000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয়দের পরিকল্পনা, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের উপলব্ধি, খ্রিস্টপূর্ব 2600 থেকে খ্রিস্টপূর্ব 1700-র মধ্যে গড়ে ওঠা হরপ্পা সভ্যতা, 2000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয়দের কর্মব্যবস্থাপনার ধারণা, খ্রিস্টপূর্ব 1500 অব্দে মিশর থেকে হিব্রুদের নিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা অথবা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার পুরোহিতদের ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা ব্যবস্থাপনার উষা লগ্নের সন্ধান দেবে।

400 খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতার কথা বলেন। 321 খ্রিস্টপূর্বাব্দে কৌটিল্য তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনার গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রে রাজসম্পদ ও রাষ্ট্রসম্পদের পৃথক ব্যবস্থাপনার বিধান দেন। সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য

প্লেটো 350 খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিশেষীকরণের কথা উল্লেখ করেন। 336 থেকে 323 খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার বিশ্বজয়ের ক্ষেত্রে কর্মী / সেনা ব্যবস্থাপনার অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করান। 900 খ্রিস্টাব্দে আলফারবি নেতার গুণাবলি লিপিবদ্ধ করেন। 1000 খ্রিস্টাব্দে গ্যাজেল ব্যবস্থাপকদের গুণাবলি লিপিবদ্ধ করেন। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর ব্যবস্থাপনার ধারণার আমুল পরিবর্তন ঘটে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর 1944 খ্রিস্টাব্দে ব্রেটনউডে দুটি শিশু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। একটি হল—আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও অন্যটি বিশ্বব্যাংক। ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণার বিকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীকে পুনর্গঠনের কাজে। লাওনেস রবিনস্ মন্তব্য করেন, "উন্নয়ন ছাড়া ব্যবস্থাপনা সম্ভব। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।" আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন যথার্থই বলেছেন, "একবার তুমি যদি ইতিহাসের মহাসমুদ্রে অবগাহন করো, তুমি তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।" ("Once you get into this great stream of history, you can't get out!")।

বর্তমানে ব্যবস্থাপকরা উপযুক্ত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সংগঠনের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রেরণা প্রদান করেন, উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে সমন্বয়সাধন করেন, নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন।

1.2 ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা [Definition of Management]

লরেন্স অ্যাপলির (Lawrence A. Appley) মতে "ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে বোঝায়।" ("Management is getting things done through the effort of other people.")। "Management শব্দটির মধ্যে MANAGE/MEN/T কথাটির অর্থ হল— Manage Men with Technique. যার অর্থ, মানুষদের কৌশলের সাহায্যে পরিচালনাকে বোঝায়। সুতরাং, ব্যবস্থাপনা হল কৌশলের মাধ্যমে কর্মীদের পরিচালনাকে বোঝায়।

হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা পূর্বানুমান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নির্দেশ দান, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়।" ("To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and to control.")।

হ্যারল্ড কুন্‌জ (Harold Koontz) এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল সেই কলা যা দলবদ্ধ কর্মীগোষ্ঠীর মাধ্যমে অন্যকে দিয়ে এবং অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।" (Management is the art of getting things done through and with people in formally organised group.")

লুথার গুলিক (Luther Gulick) "Notes on the Theory of Organisation"-এ ব্যবস্থাপনার কাজকে "POSDCORB" শব্দবন্ধনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

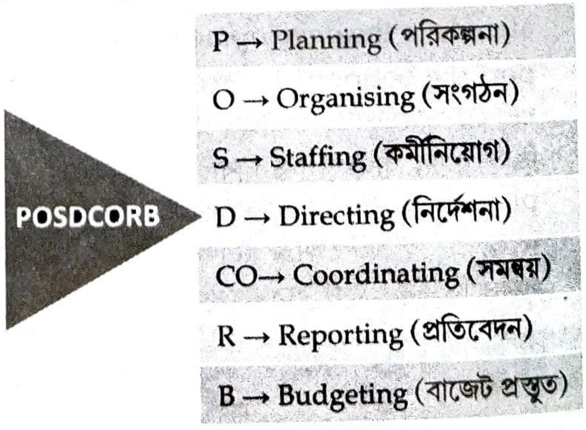

ডোনাল্ড জে. ক্লাফ (Donald J. Clough)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বের কলা ও বিজ্ঞান।" ("Management is the art and science of decision-making and leadership.")

কিথ ও গুবেলিনি (Keith and Gubellini) এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল সেই শক্তি যা মানবিক সম্পদ ও অমানবিক সম্পদকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।" ("Management is the force that integrates human and non-human resources into an effective operative unit.")।

ব্যবস্থাপনা হল মানবসম্পদ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও টাকার কার্যকর ও ফলপ্রদ ব্যবহারের ফল।

[Management involves managing efficiently and effectively the activities of Man, Machines, Material and Money (4Ms)]

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সাধারণ লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর হয় এবং সেই লক্ষ্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যা লক্ষ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পিটার এফ. ড্রাকার মনে করেন, "ব্যবস্থাপনার আসল কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।" ("The ultimate task of the management is to take decison")

পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা যা সমাজের অঙ্গ যা সম্পদকে পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনশীল করে, যার অর্থ হল দায়িত্বশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আধুনিক সমাজের মূলমন্ত্র প্রকাশ করে।"

("Management, which is the organ of society specifically, charged with making resources productive. that is, with the responsibility for organized economic advance, therefore, reflects the basic spirit of the modern age.")

জন এফ. মি. (John F. Mee) এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল সেই কলা যা ন্যূনতম প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মচারী ও মালিককে সর্বোচ্চ সৌভাগ্য ও সুখ প্রদান করে। ("Management is the art of securing maximum prosperity and happiness for both employer and employee with a minimum of effort.")।

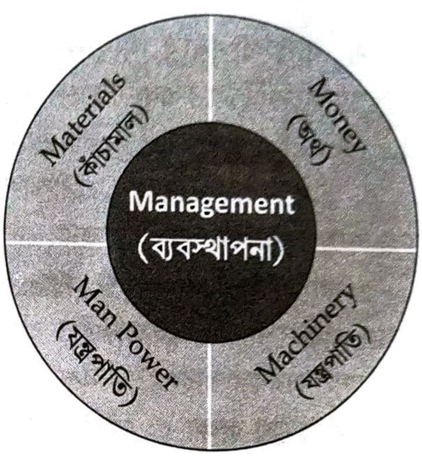

ব্যবস্থাপনা হল পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সমর্থ হয়।

1.3 ব্যবস্থাপনার ধারণা [Concept of Management]

ব্যবস্থাপনার ধারণা ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত। ব্যবস্থাপনাকে কার্যকারী প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেউ কেউ ব্যবস্থাপনাকে কলা, বিজ্ঞান বা কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। ব্যবস্থাপনার কার্যকর ধারণা প্রসঙ্গে যোশেফ এল. ম্যাসি-র (Joseph L. Massie) মত হল, "ব্যবস্থাপনা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি সহযোগী দল সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য কাজ করে থাকে।" ("Management is the process by which a cooperative group directs actions towards common goals.")।

হ্যারল্ড কুন্‌জ (Harold Koontz) ব্যবস্থাপনার মানবিক ধারণা প্রসঙ্গে বলেন, "ব্যবস্থাপনা হল নিয়মানুসারে সংগঠিত কোনো কর্মী বা দলগোষ্ঠীর সহায়তায় কাজ করানোর কৌশল।" ("Management is the art of getting thing done through and with people in formally organised.") পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) এর মতো ব্যবস্থাপক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, "ব্যবস্থাপকের প্রকৃত কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।" ("The ultimate task of manager is to take decision.")।

ব্যবস্থাপনা মানবিক ও অমানবিক সম্পদের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের সমৃদ্ধি ঘটায়। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) মনে করেন, "ব্যবস্থাপনা একটি অপরিহার্য মুখ্য সংস্থা হিসেবে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে।" ("Management is an essential, a leading institution which has a pivotal position in social history.") এর সমর্থনে লরেন্স অ্যাপলি (Lawrence A. Appley)-র অভিমত হল, "ব্যবস্থাপনা হল মানবসম্পদের উন্নয়ন"। ("Management is the development of people.")।

ব্যবস্থাপনার ধারণাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্রাচীন ধারণা (Traditional Approach),
2. আধুনিক ধারণা (Modern Approach)।

প্রাচীন ধারণা অনুসারে ব্যবস্থাপনা হল কর্মীগোষ্ঠীকে কৌশলের সঙ্গে পরিচালনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য পূরণ। আধুনিক ধারণা অনুসারে ব্যবস্থাপনা হল মানবিক (human), অমানবিক (non-human) সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ।

▣ **ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ধারণা (Traditional Concept of Management) :** মেরী পার্কার ফলেট (Mary Parker Follett)-এর মতে "ব্যবস্থাপনা হল অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া" ("Management is getting things done through people.")। এই উক্তিকে ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনার কারবারি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অন্যদের কার্যকর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) মনে করেন, "ব্যবস্থাপনা হল একটি বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা, যা একাধারে ব্যাবসা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের কাজও নিয়ন্ত্রণ করে।" **কুন্‌জ ও ও' ডোনেল** মনে করেন, "ব্যবস্থাপকরা এমন পরিবেশ রচনা করবেন যাতে গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড সুচারুভাবে সংঘটিত করা সম্ভবপর হয়।"

■ **ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণা (Modern Concept of Management) :** "ব্যবস্থাপনা হল একটি প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য কার্যকরীভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্য অর্জন।" ("Management is a process of getting thing done with the aim of achieving goals effectively and efficiently")। এই উক্তিটির মধ্য থেকে তিনটি বিষয় উঠে এসেছে—

1. **প্রক্রিয়া (Process) :** ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করাকে বোঝায়। পরিকল্পনার রূপায়ণ, সংগঠনের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা কার্যকর করা, নেতৃত্ব, কর্মীদের মাধ্যমে নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

2. **কার্যকরিতা ও দক্ষতা (Effectively and Efficiently) :** ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণা হল কার্যকারিতার ও দক্ষতার সঙ্গে কার্যসম্পাদন। কার্যকারিতার অর্থ সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদন বা লক্ষ্য গ্রহণ। দক্ষতার সঙ্গে কার্যসম্পাদন বলতে বোঝায় সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উৎপাদন সর্বাধিক করা।

3. **সাধারণ লক্ষ্য ও গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণ (Achieving Common and Group Goal) :** ব্যবস্থাপনা একদিকে সাধারণ লক্ষ্য পূরণ করবে এবং অন্যদিকে গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণ করবে। এককথায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে অগ্রসর হবে।

1.4 ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া [Process of Management]

ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া। এল. এ. অ্যালেন (L. A. Allen)-এর মতে, ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের মিশ্রণ। মানবসম্পদ, যন্ত্রপাতি ও অর্থের মাধ্যমে পণ্য বা সেবায় রূপান্তরিত হয়। একই সঙ্গে পণ্য বা সেবা মুনাফার জন্ম দেয়। সরকারকে কর প্রদান করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে। ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব, কর্মী নিয়োগ, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

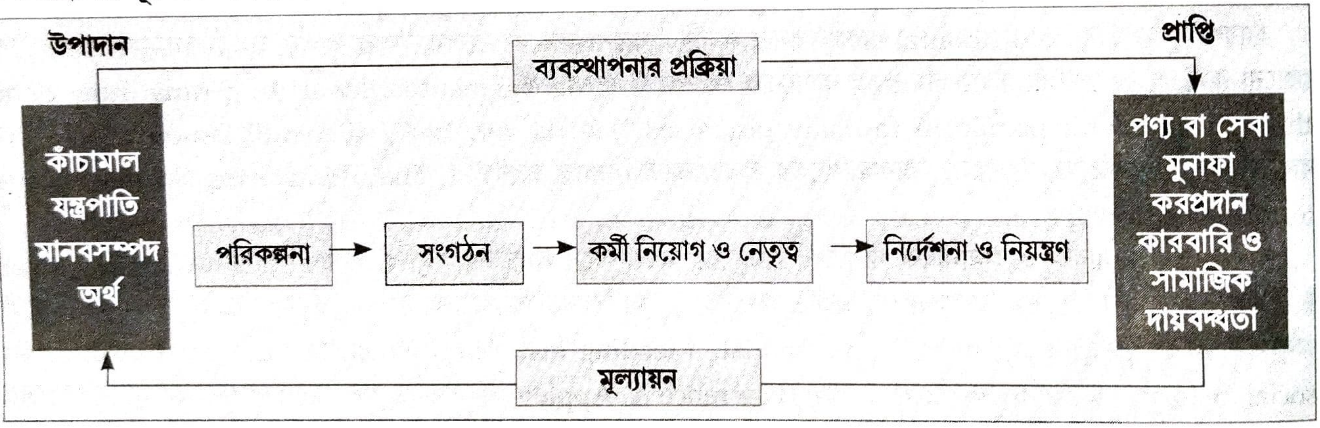

পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠনের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে কর্মী নিয়োগ, সেই কর্মী পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব প্রদান, কর্মীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং নির্দেশ কার্যকর হল কিনা তা দেখার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। এই সমস্ত বিষয় ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার অংশমাত্র।

1.5 ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য [Nature and Characteristics of Management]

ব্যবস্থাপনা সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। ছোটো প্রতিষ্ঠান ভালো (Small is beautiful) বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ভালো (Big is also beautiful)। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) যথার্থই বলেছেন, "প্রজাপতি (ছোটো প্রতিষ্ঠান) বা হাতি (বৃহৎ প্রতিষ্ঠান) কোনোটিই সুন্দর নয়, যদি তার ব্যবস্থাপনা ভালো না হয়।" ("Neither butterfly nor elephant no one is beautiful without proper management.")। ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

1. **ব্যবস্থাপনার গতিশীলতা (Dynamism of Management) :** ব্যবস্থাপনার ইতিহাস প্রাচীন কিন্তু তার আধুনিকতা সমাদৃত। তাই বলা হয় "It is the oldest of arts and youngest of science", "ব্যবস্থাপনা প্রাচীন কলা ও আধুনিক বিজ্ঞান।" তত্ত্বগত ধারণা ও বাস্তব প্রয়োগে ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ হয়েছে, সম্পৃক্ত হয়েছে। আধুনিক মনন ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করে তুলেছে। ব্যবস্থাপনা একটি গতিশীল আধুনিক ধারণা হিসেবে বিশ্ববন্দিত।

2. **ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা (Universality of Management)** ঃ গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতার ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন। ব্যক্তি পরিসর থেকে রাষ্ট্রপরিচালনা সকল স্তরে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। *[1960 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি (John Kennedy) নাসার (NASA) 'মিশন মুন' প্রকল্পের মাধ্যমে ইউরি গ্যাগারিন (Yuri Gagarin)-কে মহাকাশে পাঠান। সেই প্রকল্পের মাথায় বসানো হয় জিম ওয়েব (Jim Webb) নামক একজন আইনজীবী-হিসাবরক্ষককে, তাঁর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য।]* হেনরি ফেয়ল মনে করেন, "বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম বা যুদ্ধ সবক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদন করতে হয়।" প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর মতে, "ভালো ব্যবস্থাপনা ছাড়া সরকার বালির উপর নির্মিত ইমারতের সমতুল্য।" কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল মনে করেন, "ব্যবস্থাপনার মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিগুলি সব ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরেই সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।"

3. **ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক (Inter relation between Management and Organisation)** ঃ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠান ছাড়া ব্যবস্থাপনা বিকশিত হতে পারে না। আবার, ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠান অচল। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে প্রাণদান করে। ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান একে অপরের পরিপূরক।

4. **ব্যবস্থাপনা—কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ (Management-Admixture of an Art and a Science)** ঃ ব্যবস্থাপনায় কেবল তত্ত্ব ও নীতির সমাবেশ ঘটেনি, তার বাস্তবসম্মত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত হয়েছে। সেই কারণে, ব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন কলা হিসেবে বিবেচিত তেমনই বিজ্ঞান হিসেবে ব্যাবহারিক সাফল্য অর্জন করেছে। এক অর্থে, ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

5. **গোষ্ঠীগত প্রয়াস (Group Effort)** ঃ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে দলগত প্রচেষ্টার ওপর। যোশেফ এল. ম্যাসি (Joseph L. Massie) যাকে সহযোগী দল (Cooperative Group) এবং হ্যারল্ড কুন্‌জ (Harold Koontz) যাকে সংগঠিত দল (Organised Group) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবস্থাপনা হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কর্ম প্রচেষ্টার ফসল।

6. **উদ্দেশ্যমুখীনতা (Purposiveness)** ঃ ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কাজ করে। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) উদ্দেশ্য স্থির দ্বারা ব্যবস্থাপনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ড্রাকার মনে করেন, ব্যবস্থাপনা সফল না হওয়ার কারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে না পারা।

7. **বহু বিষয়ভিত্তিক (Multi-disciplinary)** ঃ ব্যবস্থাপনা বহু বিষয়ভিত্তিক। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ও গণিত ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

8. **ব্যবস্থাপনা হল পেশা (Management is a Profession)** ঃ সমস্ত পেশার মতো ব্যবস্থাপনাও একটি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্র, কঠোর অনুশীলন ছাড়া যা অর্জন করা অসম্ভব। হর্নবি (Harnby) এর মতে, "বৃত্তির ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।" ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা (MBA) এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ (প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা) একজন সফল ব্যবস্থাপক তৈরি করতে সহায়তা করে।

9. **ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল (Management is getting things done by others)** ঃ অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল হল ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনা মানবসম্পদের দক্ষতা ও কর্মকুশলতা কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে।

10. **সমন্বয় (Coordination)** ঃ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। ব্যবস্থাপনায় মানুষ (Man), যন্ত্রপাতি (Machine) উপাদান (Material) ও অর্থ (Money)-র মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। ব্যবস্থাপক নেতৃত্বের মাধ্যমে এই সমন্বয়ের কাজটি সুসম্পন্ন করে।

11. **ব্যবস্থাপনার কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Task of the Management is to take decision)** ঃ ব্যবস্থাপনার কাজ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুসারে কাজ করা। জর্জ টেরি (George Terry)-এর মতে, "ব্যবস্থাপকের যদি কোনো সর্বজনীন কাজ থাকে, তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ।" ("If there is one universal mark of a manager, it is decision making.")। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) মনে করেন, "ব্যবস্থাপক যাই করুক না কেন, তিনি তা করেন সিদ্ধান্ত অনুসারে।" (Whatever a manager does, he does through making decisions.")

12. **ব্যবস্থাপনা সম্পদের কাম্য ব্যবহারে সহায়ক (Optimum Utilisation of Resources through Management)** ঃ ব্যবস্থাপনা সম্পদের কাম্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সার্থক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা করে। তেমনি, সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের সহায়ক হয়।
13. **পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ (Management fulfil Pre-determine Objectives)** ঃ ব্যবস্থাপনা মানবিক ও অমানবিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণে (Management by objectives) সহায়তা করে।
14. **নেতৃত্বের নির্দেশ পালন (Units of Command)** ঃ ফেয়ল মনে করেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে নেতৃত্বের নির্দেশদান রূপায়ণের মাধ্যমে। হারবিসন ও মেয়ার্স (Harbison and Mayers)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল নিয়ম প্রণয়ন ও তার প্রয়োগের মাধ্যম, যার সাহায্যে কর্মীবৃন্দ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে চলবে।

1.6 ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব [Importance of Management]

বর্তমান কারবারি জগৎ একই সময় বহুমুখে ধাবিত হয়। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। আরউইক ও ব্রিচ (Urwick and Brech)-এর মতে "কোনো আদর্শ মতবাদ বা রাজনৈতিক তত্ত্ব নয়, কেবল দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা স্বল্প প্রয়াসে নির্দিষ্ট শ্রম সম্পদ ও বস্তু সম্পদের সংমিশ্রণ থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব।" সি. এস. জর্জ (C S George)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক অগ্রগতির নির্বাচক। শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিয়োগকারী, সম্পদের সংগ্রাহক, গতিশীল সরকারের পরিচালক, জাতীয় প্রতিরক্ষা কাঠামো নির্মাণ ও সমাজের পরিবর্তনের কারিগর। ব্যবস্থাপনা আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়।" কুন্জ এবং ও' ডোনেল (Koontz and O'Donnel) -এর মতে, "ব্যবস্থাপনাকে বাদ দিয়ে মানুষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র থাকতে পারে না।" ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব লক্ষণীয় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে—

1. **সর্বজনীনতা (Universality)** ঃ গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন। ব্যক্তি পরিসর থেকে রাষ্ট্রপরিচালনা সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। হেনরি ফেয়ল মনে করেন, "বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম বা যুদ্ধ সবক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার কার্যসম্পাদন করতে হয়।" জর্জ টেরি (George Terry) মনে করেন, "ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সর্বজনীন প্রয়োগ সম্ভব।"
2. **সম্পদের কাম্য ব্যবহার (Optimum Utilisation of Resources)** ঃ মানুষ (Man), যন্ত্রপাতি (Machines), কাঁচামাল (Materials) অর্থ (Money) ও সঠিক পদ্ধতির (Appropriate Methods) সদ্ব্যবহারের মধ্যেই ব্যবস্থাপনার সার্থকতা। অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ব্যবস্থাপনা হল একটি সামগ্রিক কাজ যার সাহায্যে মানুষ, অর্থ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও পদ্ধতিকে একটি কর্মকাণ্ডে সংযোজন করা যায়।"
   উৎপাদনের উপাদানের কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে এগিয়ে নেয় এবং প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও সমৃদ্ধি রচনা করে।
3. **জাতীয় কল্যাণ (National Welfare)** ঃ দক্ষ ব্যবস্থাপনা সঠিক দামে/ন্যূনতম দামে উন্নতমানের পণ্য বা সেবা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠানের অবদান রাখে। ন্যায্য দামে সঠিক পণ্য বা সেবা সরবরাহের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।
4. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)** ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীর উন্নতিতে ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন ও ইউরোপের দেশগুলির উন্নতিতে ব্যবস্থাপনার অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে সার্বিক উন্নতি (Inclusive Growth) সম্ভব হচ্ছে না, কারণ ব্যবস্থাপনাকে সর্বস্তরে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়নি। অলিভার শেলডন (Oliver Sheldon)-এর মতে, "আমেরিকার বিরাট শিল্পোন্নতির মূলে রয়েছে সেই দেশের উন্নততর ব্যবস্থাপনা।"

পৃথিবীতে কোন্ ব্যবস্থা সফল হবে ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক তা নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার সাফল্যের ওপরে। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker)-এর মতে, "সদ্য স্বাধীন দেশগুলির উন্নতি কোন্ পথে অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে কত দ্রুত সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করা যায় তার ওপর।" ফ্রেডরিক উইনসল টেলার মার্ক্সের উৎপাদনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শোষণের তত্ত্ব

বাতিল করে উৎপাদনশীলতাকেই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। টেলর (Taylor)-এর মতে, "উৎপাদন নয়, উৎপাদনশীলতা পৃথিবীর পরিবর্তন এনেছে।" ("It is not production but productivity has change the world.") পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ভ্লাদিমির লেনিন টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)-কে সময়োপযোগী বলে স্বাগত জানিয়েছেন।

1.7 ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য [Objectives of Management]

ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কারবারে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা। ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্ভর করে দক্ষতার সঙ্গে কার্যকরী ভাবে কাজ সম্পন্ন করা। লরেন্স এ. অ্যাপলি (Lawrence A Appley)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।" পিটার এফ ড্রাকার (Peter F. Drucker)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা কারবারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গবিশেষ, যা প্রতিষ্ঠানের ওপর একদিকে যেমন কর্তৃত্ব করে তেমনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করে। ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষিত কর্মী গোষ্ঠীর মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করে এবং উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনতে সাহায্য করে।" ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞাগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি পাওয়া যায়—

1. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Increase Productivity) ঃ** শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতার ওপর। দক্ষ ব্যবস্থাপনা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। দক্ষ ব্যবস্থাপনা কারবারের উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করে।
2. **অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়ন (Existence and Growth) ঃ** ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
3. **সুনাম বৃদ্ধি (Increase Goodwill) ঃ** ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কারবারি জগতে প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রতিভাত করে। সুনাম সৃষ্টি, সুনাম বৃদ্ধি ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য।
4. **নেতৃত্ব (Leadership) ঃ** ব্যবস্থাপনার সফলতা নির্ভর করে উপযুক্ত নেতৃত্বের ওপর। মেরি পার্কার ফলেট (Mary Parker Follett) মনে করেন, নেতৃত্বের ধরন নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর—
   a. নেতৃত্ব (The Leader),
   b. অধস্তন (The Led),
   c. পরিস্থিতি (The Situation)।

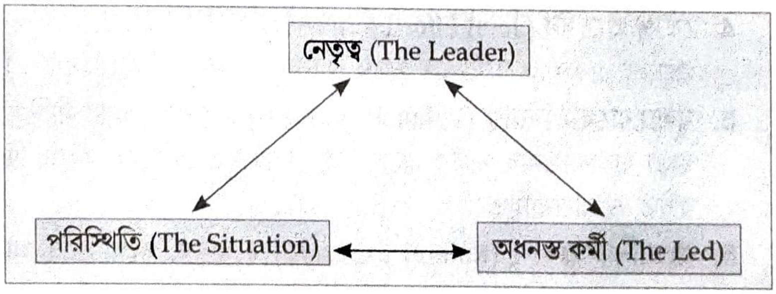

নেতৃত্বের সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষায় উঠে এসেছে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, যা আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর। সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া।

5. **ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন ব্যবহার (Universal Application of Management) ঃ** ব্যবস্থাপনার প্রয়োগস্থল কারবার, শিল্প বা বাণিজ্য নয়। প্রশাসনিক, সরকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে এর প্রয়োগ অনস্বীকার্য। ব্যবস্থাপক বিশেষজ্ঞ পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) মনে করেন, "কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশ কত দ্রুত দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরি করতে পারে তার ওপর।" দক্ষ ব্যবস্থাপকরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপক রূপে প্রতিষ্ঠানের ও দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রের বদল ঘটাতে পারেন। ব্যবস্থাপনার তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল—

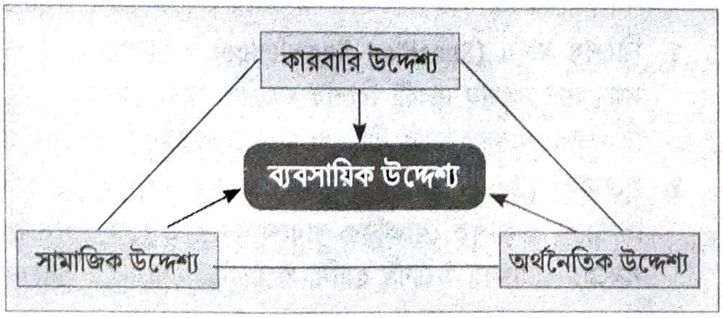

1. **কারবারি উদ্দেশ্য (Business Objective)** ঃ সফল কারবার হিসেবে মুনাফা বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি।

2. **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য (Economic Objective) :** সম্পদের কাম্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ করা। ন্যূনতম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ফল লাভ।
3. **সামাজিক উদ্দেশ্য (Social Objective) :** উদ্যোক্তা, কর্মচারী, সরকার ও সমাজের সমৃদ্ধি ঘটানো। উদ্যোক্তার মুনাফা, কর্মীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সরকারের কর সংগ্রহ বৃদ্ধি ও সার্বিকভাবে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটানো।

1.8 ব্যবস্থাপনা কলা [Management as an Art]

চেস্টার আই. বার্নার্ড (Chester I. Barnard)-এর মতে, "কলার কাজ কোনো কিছুর বাস্তব রূপদান, ফললাভ এবং অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা, যা সুনিশ্চিত প্রচেষ্টা ব্যতীত ঘটতে পারে না।"

▣ ব্যবস্থাপনাকে কলা হিসেবে প্রতিপন্ন করার স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for Establishment as an Arts) :

1. **ইতিহাসের গতিপথ (Down to the Lane of History) :** ব্যবস্থাপনার ইতিহাস 4000 বছরের পুরোনো। ইতিহাসের গতিপথে ব্যবস্থাপনাকে কলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যগুলি মিশরের পিরামিড, ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান, ভারতের তাজমহল, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউস ব্যবস্থাপনা কলার ফসল।
2. **জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ (Application of Knowledge) :** গবেষণা ও জ্ঞানের বাস্তবসম্মত প্রয়োগকৌশল হল কলা। ব্যবস্থাপনার নীতি ধারণা সৃষ্টি করে। ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে ব্যবস্থাপকদের কর্মকুশলতার ওপর। ব্যবস্থাপকদের নীতি বা জ্ঞানের বাস্তবসম্মত ব্যাবহারিক প্রয়োগের কলা আয়ত্ব করার মধ্যেই ব্যবস্থাপকদের সাফল্য লুকিয়ে আছে।
3. **ঝুঁকির অপসারণ (Eliminating Risk) :** কারবারি জগৎ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা পূর্ণ। ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর করার কলা-গুণ আয়ত্ব করতে সহায়তা করে। ঝুঁকির অপসারণ বা ন্যূনতম করার মধ্যেই ব্যাবসার সাফল্য নির্ভর করে। ব্যবস্থাপনা সেই কাজে সহায়ক ভূমিকা নেয়।
4. **যৌথ প্রচেষ্টা (Joint Effort) :** ব্যবস্থাপনা যৌথ প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। যৌথ প্রচেষ্টার বাস্তবসম্মত প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা করতে সমর্থ, যা ব্যবস্থাপনার কলা হিসেবে বিবেচিত।
5. **মূল্যবোধের বিচার (Value Judgement) :** ব্যবস্থাপনার নীতির সাফল্য নির্ভর করে মূল্যবোধের ওপর। মূল্যবোধ ছাড়া ব্যবস্থাপনার সার্থক প্রয়োগ অসম্ভব। মূল্যবোধ হল কলার ভিত্তি। সেই অর্থে ব্যবস্থাপনা মূল্যবোধের ভিত্তিতে রচিত ও বাস্তবায়িত।
6. **স্বাভাবিক প্রকাশ (Natural Exposure) :** মানুষ, সংগঠন ও আর্থসামাজিক পরিবেশের মধ্যে ব্যবস্থাপনার জন্ম, বেড়ে ওঠা ও বিকাশ। ব্যবস্থাপনার ব্যাবহারিক প্রকাশ ব্যবস্থাপনাকে কলায় পরিণত করেছে।

1.9 ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান [Management As a Science]

অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনস (Lord Keynes)-এর মতে, "বিজ্ঞান হল শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার, যার মাধ্যমে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।" ("Science is a systematised body of knowledge, which establishes relationship between cause and effect.")

ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিপন্ন করার স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for Establish Management as a science) :

1. **বিশেষ জ্ঞান (Specified Knowledge) :** বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার নিজস্ব তত্ত্ব ও সূত্র আছে। তত্ত্ব ও সূত্রের সমাবেশে বিজ্ঞান একটি বিশেষ জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচিত। ব্যবস্থাপনাও সুসংবদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত। ব্যবস্থাপনার নীতি ও প্রয়োগ সর্বজনীন হওয়ায় ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
2. **সূত্রমালা (Series of Principles) :** ব্যবস্থাপনার সূত্র গ্রথিত মালাবিশেষ, যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 1911 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বা 1916 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব কেবল সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হয়নি, প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।

3. **নিজস্ব মর্যাদা (Self Respect) :** কলা অনুভূতি নির্ভর, বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান হওয়ার কারণ নিজস্বতা, স্বকীয়তা, সর্বজনগ্রাহ্যতা, যা কলার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কলার ধারণা দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞান সতত প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল ধারণা যুক্তি ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ।
4. **পূর্বানুমান (Forecasting) :** ব্যবস্থাপনা পূর্বানুমানের সফল প্রয়োগ। পূর্বানুমান সঠিক হলে ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মুখ দেখে। পূর্বানুমান কৌশল বিজ্ঞান। সেই অর্থে ব্যবস্থাপনাও বিজ্ঞান।
5. **পরিবর্তিত পন্থা (Changing Way) :** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফসল প্রতিষ্ঠান। বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণের ফলে ব্যবস্থাপনার সাফল্য আসে। ব্যবস্থাপনার সঠিক পন্থা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়।
6. **নীতি ও প্রয়োগ (Principles and Practices) :** ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাফল্য আসে। নীতি ও প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ হয় ও সম্পৃক্ত হয়। ব্যবস্থাপনার কলা থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তর ঘটে। ব্যবস্থাপনা অনেক অনেক বাস্তবসম্পন্ন ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়।

1.10 ব্যবস্থাপনা— কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ [Management of Art and Science]

ব্যবস্থাপনা একই সঙ্গে কলা ও বিজ্ঞান দুই সত্তাই লক্ষ করা যায়। রবার্ট এন. হিলকার্ট (Robert N. Hilkert)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও কলা একই মুদ্রার দুই পিঠ।" ("In the area of Management, Science and Arts are two sides of the same coin.") ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণ কলা বা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না বলে কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ বলা শ্রেয়। অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান ও কলার মিশ্রণ।" হ্যারল্ড কুন্জ ও হিনজ উইরিচ (Harold Koontz and Heinz Weihrich)-এর মতে, "এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও কলা একে অপর থেকে পৃথক নয়, পরস্পরের পরিপূরক।" ("In this context, science and art are not mutually exclusive; they are complementary.")।

- **ব্যবস্থাপনা কীভাবে বিজ্ঞান ও কলার সংমিশ্রণ (How Management mix-up Science and Art) :**

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র (Area of Science)	কলার ক্ষেত্র (Area of Art)
1. জ্ঞানের উন্নয়ন (Advancement of knowledge)	1. ব্যাবহারিক উন্নয়ন (Advancement of practice)
2. সংজ্ঞা প্রদান (Define)	2. বর্ণনা প্রদান (Describe)
3. প্রমাণ করা (To prove)	3. অনুধাবন করা (To feel)
4. পূর্বানুমান (Fococasting)	4. অনুমান (Guessing)
5. পরিমাণ (Measure)	5. মতামত (Opinion)

বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ বিশেষ জ্ঞান, অন্যদিকে কলা হল অর্জিত জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ। ব্যবস্থাপনাকে বলা হয়, "এটি কলার দিক থেকে পুরাতন, বিজ্ঞানের দিক থেকে নতুন।" ("It is the oldest of arts and youngest of science.")

1.11 ব্যবস্থাপনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য [Socio-Economic and Cultural Significance of Management]

ফ্রেডরিক হারবিসন ও চার্লস মেয়ার্স (Frederick Harbison and Charles Myers) মনে করেন, "অর্থনৈতিক সম্পদ, পদ্ধতির প্রয়োগ ও সামাজিক বিশেষগোষ্ঠী সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।" সি. এস. জর্জ (জুনিয়ার) [C S George (Jr)] তাঁর 'Management for Business and Industry' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "ব্যবস্থাপনা আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতির নির্ধারক, শিক্ষিতদের নিয়োগকর্তা, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সংগ্রহকারী, সরকারের কার্যকর চালক, জাতীয় প্রতিরক্ষার শক্তি এবং সমাজের সংগঠক।" যে দেশের ব্যবস্থাপনা যত পরিণত ও সুদক্ষ কারবার তত পরিণত, ব্যাপ্ত ও উন্নত। পৃথিবীজোড়া বহুজাতিক কোম্পানির সাফল্যের পিছনে ব্যবস্থাপনার অবদান অনস্বীকার্য।

উদাহরণ : IBM, GE, Infosys, Bata, Ford, Microsoft।

▣ ব্যবস্থাপনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রকাশিত—

1. **ভালো পরিবেশ (Good Environment) :** ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের জন্য কারবারি পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য জরুরি। এর কোনো একটির মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুতি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগকে সংকটময় করে তোলে।
2. **নেতৃত্ব সৃষ্টি (Creating Leadership) :** আর. সি. ডেভিস (RC Davis)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল কার্যনির্বাহী নেতৃত্বের কাজ" ("Management is the function of executive leadership.") নেতৃত্ব প্রদান ব্যবস্থাপনার বড়ো গুণ। আমেরিকায় নেতৃত্ব অনুগামী সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে অনুগামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করে।
3. **সমস্যার সমাধান প্রদান (Problem Solver) :** ব্যবস্থাপকের অন্যতম ভূমিকা সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমধান করতে পারা ব্যবস্থাপকদের গুণাবলির মধ্যে পড়ে।
4. **বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য (Balance of Interests) :** পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) মনে করেন, "কারবারি ব্যবস্থাপনা হল চাহিদা ও লক্ষ্যের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি।" ("To balance variety of needs and goals.")।
5. **সার্বিক উন্নয়ন (Overall Devlopment) :** ব্যবস্থাপনা সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক। সীমাবদ্ধ সম্পদ কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যায় বা রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দেশের ও জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নসাধন।
6. **সর্বজনীন ব্যবহার (Universal Application) :** জি. আর. টেরি (G R Terry)-মতে, "ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সর্বজনীন প্রয়োগ সম্ভব।" সক্রেটিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই মত পোষণ করেছিলেন। ব্যবস্থাপনা শুধু কারবারি ক্ষেত্র নয়, সরকার পরিচালনা, রাষ্ট্রপরিচালনা ও ব্যক্তিগত স্তরে সমানভাবে প্রযোজ্য।
7. **বন্ধু, দার্শনিক ও চালক (Friend, Philosopher and Guide) :** ব্যবস্থাপনা একদিকে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দেয়, দার্শনিকের মতো নীতি প্রণয়ন করে এবং চালকের মতো দুর্গম পথ চলতে সাহায্য করে।
8. **জাতীয় উন্নয়ন (National Development) :** এল. এল. রবিনস (L. L. Robbins) বলেছেন, "উন্নয়ন ছাড়া ব্যবস্থাপনা সম্ভব। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে উন্নয়ন মোটেই সম্ভব নয়।" জাতীয় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
9. **ভারসাম্য উন্নয়ন (Sustainable Development) :** অপরের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সামগ্রিক উন্নতিসাধন করাকেই উন্নয়ন বলে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায়ে উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশ অয়েল কর্পোরেশন (BOC) পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে বিক্রি করে। কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বনসৃজন করে।
10. **জনকল্যাণ (Public Welfare) :** ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ব্যাপক অর্থে জনকল্যাণ। ব্যবস্থাপনা কর্মসংস্থান করে, পণ্য বা সেবা সরবরাহ করে, সরকারকে কর প্রদান করে এবং সরকার সংগৃহীত কর জনকল্যাণে ব্যয় করে।

- **বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপনার কাজ (Function of Different Level of Management) :**

পার্থক্যের বিষয় (Points of Difference)	উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা (Top level Management)	মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপনা (Middle Level management)	নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনা (Lower level Management)
1. সময়ের বিস্তার (Time Range)	দীর্ঘ সময় বিবেচ্য হয়।	মধ্যকালীন সময় বিবেচ্য হয়।	স্বল্পকালীন সময় বিবেচ্য হয়।
2. দক্ষতা (Skill)	ধারণাগত দক্ষতা বিবেচ্য।	মানবিক দক্ষতা বিবেচ্য।	প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিবেচ্য।
3. মূল্যায়ন (Evaluation)	দক্ষতা পরিমাপ করা তুলনা মূলক ভাবে কঠিন।	দক্ষতা পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত সহজ।	দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব।
4. সংখ্যা (Number)	স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে।	যুক্তিসংহত ব্যক্তি যুক্ত থাকে।	বহু সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে।

পার্থক্যের বিষয় (Points of Difference)	উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনা (Top level Management)	মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপনা (Middle Level management)	নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনা (Lower level Management)
5. নীতি নির্ধারণ (Policy Formulation)	নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।	নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করে।	নির্ধারিত নীতি কার্যকর করে।
6. প্রকৃতি (Nature)	প্রশাসনিক কাজ অধিক ব্যবস্থাপনার তুলনায়।	প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কাজের সমন্বয়।	ব্যবস্থাপনার কাজের আধিক্য, তুলনায় প্রশাসনিক কাজ কম।
7. ব্যবস্থাপনার কাজ (Function of Management)	পরিকল্পনা ও সংগঠন।	কর্মী নিয়োগ।	নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ।

1.12 ব্যবস্থাপনার স্তর [Levels of Management]

প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকদের অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন ধাপে বিরাজ করে। ব্যবস্থাপনার স্তরের ক্রমোন্নতিকে ব্যবস্থাপনার ক্রমস্তর বলে। আরনেস্ট ডেল (Ernest Dale)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা সাধারণত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ।" ("Management in general classified into three groups : Lower, middle and top.")।

▣ **উচ্চ ব্যবস্থাপনার স্তর (Top Level Managementé—Managing Director or MD) ঃ** পরিচালক পর্ষদ, ব্যবস্থাপক পরিচালক, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ আধিকারিক (Chief Executive Officer or CEO), সাধারণ ব্যবস্থাপক (General Manager বা GM) ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে বিরাজ করে। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের কাজ হল ঃ

(i) কারবারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
(ii) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন;
(iii) মৌলিক নীতি নির্ধারণ;
(iv) কারবারের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য নির্ধারণের উপায়;
(v) সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত ও বিভিন্ন অবস্থান নির্ধারণ;
(vi) সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ;
(vii) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দান;
(viii) সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ;
(ix) বিভাগীয় পরিকল্পনায় নেতৃত্বদান;
(x) প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও মানোন্নয়ন;
(xi) পরিকল্পনায় নেতৃত্বদান ও কার্যভার বন্টন;
(xii) বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।

▣ **মধ্য ব্যবস্থাপনার স্তর (Middle Management Level) ঃ** মধ্য ব্যবস্থাপনার স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এরা একই সঙ্গে উচ্চ ব্যবস্থাপনার স্তর ও নিম্ন ব্যবস্থাপনার স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ সম্পন্ন করে। উৎপাদন ব্যবস্থাপক, অর্থ ব্যবস্থাপক, বিক্রয় ব্যবস্থাপক, কর্মী ব্যবস্থাপক, বাজার ব্যবস্থাপক, জনসংযোগ আধিকারিক, গবেষণা ও উন্নয়ন আধিকারিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক এই স্তরে অবস্থান করে। মধ্য ব্যবস্থাপকদের কাজ হল ঃ

(i) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের সহযোগিতা করা;
(ii) উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের রিপোর্ট প্রদান;
(iii) নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের কাজকর্ম ও সুবিধা-অসুবিধা উচ্চস্তরে জানানো;
(iv) উচ্চস্তর ব্যবস্থাপনা ও নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয়সাধন;
(v) বিভাগীয় লক্ষ্য নিধারণ এবং লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা;
(vi) আদেশ, উপদেশ, নীতি সংক্রান্ত বিষয় ও নির্দেশ নিম্ন ব্যবস্থাপনার স্তরে প্রদান;

(vii) বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
(viii) কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
(ix) নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের নীতি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা;
(x) বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠীর কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
(xi) বিভিন্ন বিভাগের বাজেট অনুমোদন করানো;
(xii) সুসংহত কর্মীগোষ্ঠী গঠন এবং তিরস্কার ও পুরস্কার ব্যবস্থা চালু।

▣ **নিম্ন ব্যবস্থাপনা স্তর (Low Level Management) ঃ** নিম্ন ব্যবস্থাপকরা সাধারণভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের তদারকির কাজ করে থাকে। অফিস তত্ত্বাবধায়ক (Office superintendent), কর্মী-প্রধান (Foreman), আবেক্ষক (Supervisor) ও পরিদর্শক (Inspector) । নিম্ন ব্যবস্থাপনার কাজগুলি হল ঃ

(i) শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধি করা;
(ii) শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ প্রদান;
(iii) প্রতিদিনের কাজ পরিকল্পনা অনুসারে সংঘটিত করা;
(iv) কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মাধ্যমে উৎপাদন সচল রাখা;
(v) সময় অনুসারে গুণমানযুক্ত ও পরিমাণ যুক্ত উৎপাদন বজায় রাখা;
(vi) কাজকর্ম তত্ত্ববধান ও সম্পন্ন করতে সাহায্য করা;
(vii) কর্মীদের সমস্যা ঘটলে মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা;
(viii) শৃঙ্খলা ও কর্মীগোষ্ঠীর কাজের ওপর নজরদারি চালানো;
(ix) কর্মীদের অসন্তোষ ও মতামত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো;
(x) কাজের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো।

⊙ **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা (Management Skill) ঃ** দক্ষতা হল নির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা। আজকের জটিল কারবারি জগতে কার্যসম্পাদন করতে বহু ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেহেতু দক্ষতার মান প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই কর্মীদের দক্ষতার মানের বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

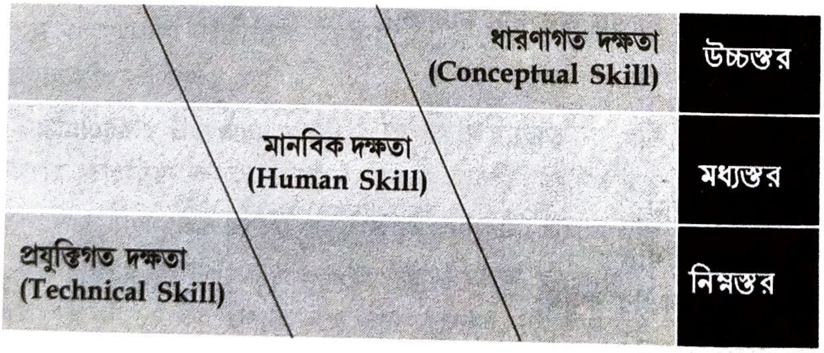

1.13 ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা [Managerial Skill]

রবার্ট এল. কাটজ ব্যবস্থাপনার তিনটি দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন তা হল—ধারণাগত দক্ষতা, মানবিক দক্ষতা এবং কারিগরি দক্ষতা।

▣ **ধারণাগত দক্ষতা (Conceptual Skill) ঃ** ধারণাগত দক্ষতার মাধ্যমে সমস্যাকে বোঝার / উপলব্ধি করার এবং সেই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে এই উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। এই দক্ষতার মাধ্যমে জটিল সমস্যার উপলব্ধি ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব। ধারণাগত দক্ষতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক। ধারণাগত দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্কস্থাপনের সহায়ক।

▣ **মানবিক দক্ষতা (Human Skill) ঃ** মানবিক দক্ষতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠানকে বোঝা, নেতৃত্বদান, প্রণোদনা ও কার্যসম্পাদন সম্পন্ন হয়। মানবিক দক্ষতা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আচরণের দক্ষতাকে বোঝায় যার সাহায্যে অধস্তন কর্মীদের সমস্যা

সমাধান সম্ভব। মানবিক দক্ষতা অন্যের প্রতি সহমর্মিতা এবং অন্যের চোখে সমস্যা অনুধাবনের ক্ষমতাকে বোঝায়। অধস্তন কর্মীদের প্রয়োজন, অনুভূতি ও সমস্যা অনুধাবনে সহায়ক। মানবিক দক্ষতার কারণে অধস্তন কর্মীদের থেকে সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মীগোষ্ঠীর কাজ সুসংহতভাবে করা সম্ভবপর হয়।

▣ কারিগরি দক্ষতা (Technical Skill) : নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ও তার প্রয়োগের দক্ষতা ছাড়া কোনো কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। প্রযুক্তিগত দক্ষতার জন্য সুনির্দিস্ট জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। সাধারণভাবে তত্ত্বাবধায়ক, কর্মীপ্রধান বা পরিদর্শকদের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন যাতে তাঁরা ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তরে অবস্থান করে কর্মীদের পরিচালনা করতে পারে। ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে প্রযুক্তিগত দক্ষতা কমতে শুরু করে।

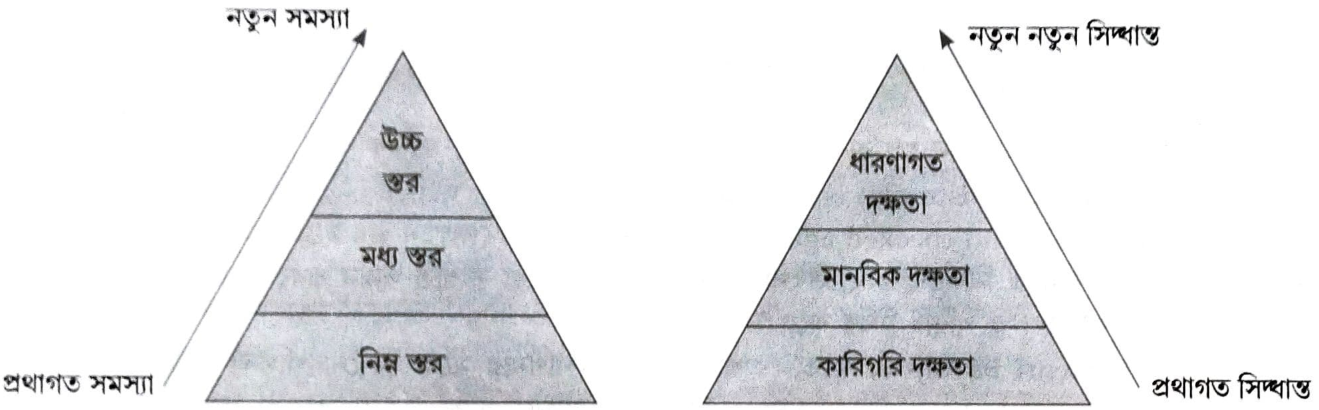

বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপকরা কীভাবে সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্তের কাজ করে থাকে।

1.14 ব্যবস্থাপনার পরিধি [Scope of Management]

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ করা ব্যবস্থাপকদের কাজ। পিটার ড্রাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্য-পরিধিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন : (a) কারবারের ব্যবস্থাপনা করা, (b) ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা করা, (c) কর্মী ও কর্মের ব্যবস্থাপনা করা। পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরা পরিকল্পনা ও সংগঠন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে। মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপকরা কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে। নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকরা নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে।

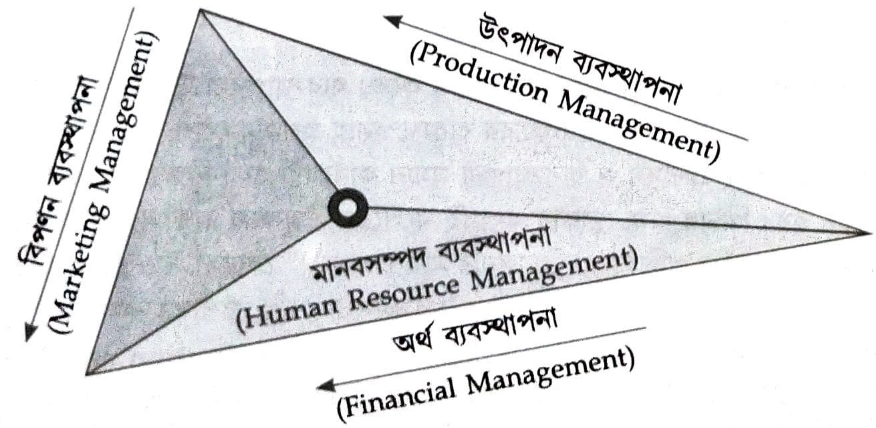

ব্যবস্থাপনা যে পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে ব্যবস্থাপনার পরিধি বলে। ব্যবস্থাপনার কাজ মূলত চারটি—

1. **অর্থ ব্যবস্থাপনা (Financial Management) :** অর্থ ব্যবস্থাপনার কাজ প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও অর্থের ব্যবহার। অর্থ ব্যবস্থাপনা তিনটি কাজ করে— (a) বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, (b) অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, (c) লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

2. **উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Production Management) :** উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজ উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ। উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, গুণমান যাচাই, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ এবং উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন সংঘটিত করা।
3. **বিপণন ব্যবস্থাপনা (Marketing Management) :** উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিক্রয় ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। উৎপাদিত পণ্য বা সেবার দাম নির্ধারণ, পণ্য বা সেবার বাজারজাতকরণ, বিক্রয় তরান্বিত করা, বিক্রয় সমন্বয় সৃষ্টি, বিক্রয়ের পরে ক্রেতাকে সেবা প্রদান, বাজার গবেষণা প্রভৃতি কাজ এর অন্তর্গত।
4. **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) :** প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন্ত সত্তা মানবসম্পদ। মানবসম্পদের কার্যকারী ব্যবহার, মান বৃদ্ধিতে মানবসম্পদের ব্যবহার, রক্ষা ও উন্নয়ন উন্নত দুনিয়ার অবশ্যম্ভাবী কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

1.15 প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা [Administration and Management]

ব্রিচ (Breach)-এর মতে, "প্রশাসন হল ব্যবস্থাপনার সেই অংশ যা পরিকল্পনা-মাফিক কাজ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।" ("Administration is that part of management which is concerned with the process of activities regulated and checked against plans.")। অলিভার পেলডন-এর মতে, "প্রশাসন হল সংশ্লিষ্ট শিল্পের এমন কাজ যা সাধারণ নীতি নির্ধারণ, অর্থ, উৎপাদন এবং বণ্টনের মধ্যে সংহতি সাধন এবং মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগঠনের কাঠামো ও পরিধি স্থির করে।"

হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)-এর মতে, "প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।" ("No difference between administration and management.")। ম্যাকফারল্যান্ড (McFarland) মনে করেন, "প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন।" ("It is difficult to make difference between administration and management.")। এক্ষেত্রে পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker)-এর মত হল, "মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নাম ব্যবস্থাপনা এবং মুনাফা অর্জনহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নাম প্রশাসন।"

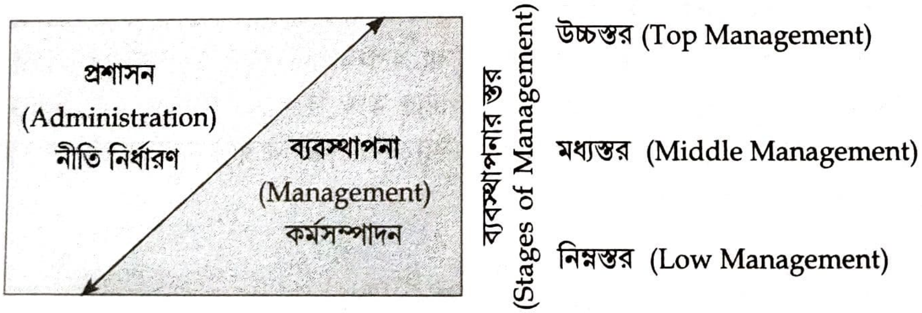

প্রশাসন নীতি নির্ধারণ করে এবং ব্যবস্থাপনা কর্মসম্পাদন করে। ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে প্রশাসনের আধিপত্য ঘটে এবং ব্যবস্থাপনার নিম্নস্তরে কর্মসম্পাদন বৃদ্ধি পায়। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রশাসন বেশি কার্যকারী ও ব্যবস্থাপনা কম কার্যকারী হয়। মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সমান কার্যকারী হয়। নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রশাসন কম এবং ব্যবস্থাপনা বেশি কার্যকারী হয়। পিটার এফ. ড্রাকার যথার্থই বলেছেন, "মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নাম ব্যবস্থাপনা এবং মুনাফা অর্জনহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নাম প্রশাসন।" প্রশাসন উচ্চস্তরের কাজ। ব্যবস্থাপনা নিম্নস্তরের কাজ। উচ্চস্তরে প্রশাসন বেশি, ব্যবস্থাপনা কম। নিম্নস্তরে ব্যবস্থাপনা বেশি, প্রশাসন কম।

- **প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য (Difference between Administration and Management) :**

পার্থক্যের বিষয় (Points of Difference)	প্রশাসন (Administration)	ব্যবস্থাপনা (Management)
1. সংজ্ঞা (Definition)	প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরের কর্মীদের কর্তৃত্বই হল প্রশাসন।	কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল হল ব্যবস্থাপনা।
2. কাজের প্রকৃতি (Nature of work)	কাজের প্রকৃতি নির্ধারণযোগ্য।	কাজের প্রকৃতি কার্যকর করা।

পার্থক্যের বিষয় (Points of Difference)	প্রশাসন (Administration)	ব্যবস্থাপনা (Management)
3. কাজের পরিধি (Scope of work)	প্রশাসনের কাজের পরিধি ব্যাপক।	ব্যবস্থাপনায় কাজের পরিধি প্রশাসনের কাজের মতো বিস্তৃত করা।
4. দক্ষতা (Efficiency)	প্রশাসনিক কর্মীদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।	ব্যবস্থাপক কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।
5. স্তর (Level)	উচ্চপদস্থ কর্মীদের হাতে থাকে।	মধ্য ও নিম্নস্তরের কর্মীদের হাতে থাকে।
6. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making)	প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।	ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।
7. ভূমিকা (Role)	প্রশাসনিক ভূমিকা কার্যের রূপরেখা তৈরি।	ব্যবস্থাপকের ভূমিকা কার্যসম্পাদন।

1.16 ব্যবস্থাপনার কাজ [Function of Management]

ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির ওপর। ব্যবস্থাপনা কার্যসম্পাদনের মধ্য দিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)-এর মতে, " ব্যবস্থাপনা হল পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা।" ("To manage is to forecast and plan, to organise, to command, to coordinate and to control.")। লুথার গুলিক (Luther Gullick)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনার সাতটি কাজ হল ঃ পরিকল্পনা (Planning), সংগঠন (Organising) নির্দেশনা (Directing), কর্মী নিয়োগ (Staffing) সমন্বয়সাধন (Coordinating), প্রতিবেদন (Reporting) ও বাজেট প্রণয়ন (Budgeting)"। লুথার গুলিক প্রত্যেকটি কাজের অদ্যাক্ষর নিয়ে POSDCORB (পসডকরব) শব্দটি তৈরি করেন।

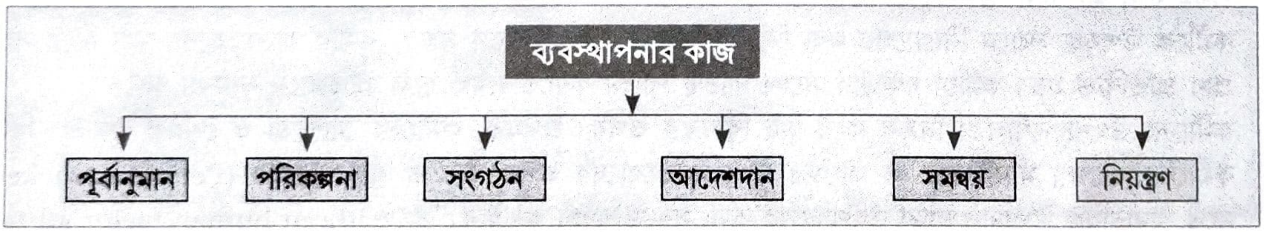

P = Planning; O=Organising; D = Directing S = Staffing; Co=Co-ordinating; R=Reporting এবং B= Budgeting হ্যারল্ড কুনজ এবং ও' ডোনেল (Harold Koontz and O' Donnell)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি হল ঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, সংগঠন গড়ে তোলা, কর্মী নিয়োগ করা, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণ করা।" লিন্ডল আরউইক (Lyndall Urwick)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি হল—পরিকল্পনা, সংগঠন, আদেশ দান, সমন্বয়সাধন, যোগাযোগ, পূর্বানুমান ও অনুসন্ধান।" জর্জ আর. টেরি (George R Terry)-এর মতে, পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারণা সংক্ষেপে হল ঃ 1. পরিকল্পনা, 2. সংগঠন, 3. কর্মী নিয়োগ, 4. নির্দেশদান, 5. সমন্বয়, 6. নিয়ন্ত্রণ।

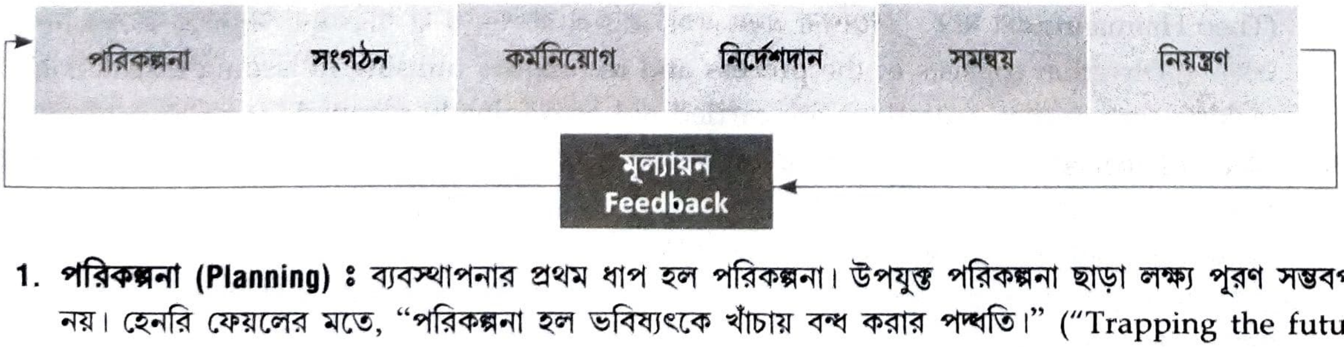

1. **পরিকল্পনা (Planning) ঃ** ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ হল পরিকল্পনা। উপযুক্ত পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্য পুরণ সম্ভবপর নয়। হেনরি ফেয়লের মতে, "পরিকল্পনা হল ভবিষ্যৎকে খাঁচায় বন্ধ করার পদ্ধতি।" ("Trapping the future

is planning.") হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)-এর মতে, "পরিকল্পনা হল একই সময় কল্পিত ফলকে বিবেচনা করা, কর্মপন্থা অনুসরণ করা, যে সমস্ত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং যে পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার হবে তা স্থির করা।" ("The plan of action of action is, at one and the same time, the result envisaged, the line of the action to be followed, the stages to go through and the methods to use.") হ্যারল্ড কুন্জ এবং ও' ডোনেল (Harold Koontz and O' Donnell)-এর মতে, "পরিকল্পনা হল উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রক্রিয়া, বিচক্ষণতার সঙ্গে কর্মপন্থা স্থির করা এবং উদ্দেশ্য, ঘটনা ও বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।" ("An intellectual process, the conscious determination of courses of action, the basis of the decisions on purpose, facts and considered estimate.")।

2. **সংগঠন (Organisation) :** পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার কাঠামো হল সংগঠন। হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol)-এর মতে, "কোনো কারবার সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়—কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মূলধন ও কর্মীব্যবস্থা।" ("To organise a business is to provide it with everything useful to its functioning—raw materials, tools, capital and personnel.")। অধ্যাপক জি. ই. মিলওয়ার্ড (Prof. G E Milward)-এর মতে, "সগঠন হল কর্ম ও কর্মীর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিময়।" ("organisation is the harmonious interaction of function and staff.")। কুন্জ এবং ও' ডোনেল (Koontz and O'Donnel)-এর মতে, "সংগঠন হল এমন একটি কাঠামো যেখানে কর্মীদের প্রচেষ্টাকে সমন্বয় করা যায়।" ("Organisation is a framework in which individual effort is coordinated.")।
কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা সৃষ্টি সংগঠনের কাজ। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F. Drucker) যথার্থই বলেছেন, "কারবারের ভিত্তি হল সংগঠন। কিন্তু সংগঠন যদি ত্রুটিমুক্ত না হয় তবে পরিচালনা যতই ভালো হোক না কেন, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

3. **কর্মী নিয়োগ (Staffing) :** কর্মী নিয়োগের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখা হয়। কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া সংস্থার প্রতি কর্মীবৃন্দকে আকর্ষিত করে এবং সংস্থা কর্মীর অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়। কর্মী নিয়োগের প্রথম ধাপ আবেদনপত্র আহ্বান করা। পরবর্তী পর্যায়ে কর্মী বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়। উপযুক্ত কর্মীকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। কর্মীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংগঠনে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্মীরা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হলে প্রতিষ্ঠানে সাফল্য আসে।
কর্মীদের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর। প্রথমত, কর্মীদের যোগ্যতা ও দৈহিক ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত, কর্মীদের কাজের মানসিকতা ও কাজের প্রতি মমত্ববোধের ওপর। পিটার এফ. ড্রাকার (Peter F Drucker)-এর মতে, "মানবিক উপাদান ছাড়া উৎপাদনের অন্য সব উপাদান অর্থহীন।" ("Without human factor all factors of production are useless.") লরেন্স অ্যাপলি (Lawrence Appley)-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হল অন্য লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।" ("Management is getting things done through people.")

4. **নির্দেশ দান (Directing) :** পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠনে কর্মী নিয়োগের ফলে কাজ সম্পন্ন হয় না। কর্মীদের নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হয়। আরনেস্ট ডেল (Earnest Dale)-এর মতে, "নির্দেশদান বলতে বোঝায় কর্মীদের কী করতে হবে এবং সেই কাজ সঠিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা।" ("Directing is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability.")। থিও হাইম্যান (Theo Haimann)-এর মতে, "নির্দেশনা এমন একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যা পরিকল্পনা অনুসারে কাজের নিশ্চয়তা দেয়।" ("Direction consists of the process and techniques utilising in issuing instruction and making certain that operations are carried out as originally planned.")।

5. **সমন্বয় (Coordination) :** একটি বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে অন্য বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন। কারবারে উদ্দেশ্য সফল সমন্বয় ছাড়া সম্ভব নয়। সংগঠন প্রতিষ্ঠানের দেহ, আর সমন্বয় প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড। প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের মস্তিষ্ক এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানকে চালিত করে। মনুষ্য দেহ থেকে যেমন হৃৎপিণ্ডকে পৃথক করা যায় না, তেমনি সমন্বয়কে ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করা অসম্ভব। কুন্জ এবং ও' ডোনেল (Koontz and O'Donnel)-এর মতে, " সমন্বয় হল ব্যবস্থাপনার সারবস্তু।" ("Coordination is the

essence of management.") ডব্লু. আর. স্প্রিগেল (W R Spriegel)-এর মতে, "সমন্বয় হল সময়, স্থান ও প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্যাবলির সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া, যেখানে পরিস্থিতি অনুসারে সকল বিষয়ের যত্ন নেওয়া হয়।" ("Co-ordination is a process of so-arranging activities in relation to time, place and effort that each item will be taken care of according to the needs of the situation.")।

6. **নিয়ন্ত্রণ (Controlling) ঃ** পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যে কাজের শুরু, নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি। নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশিত ফলের সঙ্গে সাফল্যের তুলনা করে এবং তা অতিক্রম করার দৃঢ়তা দেখায়। ফিলিপ কোটলার (Philip Kotler)-এর মতে, "নিয়ন্ত্রণ হল সেই প্রক্রিয়া যা পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট ফল ও প্রকৃত ফলকে কাছাকাছি আনতে সাহায্য করে।" ("Control is the process of taking steps to bring actual results and desired results closing together.") জর্জ আর. টেরি (George R. Terry)-এর মতে, " পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়ন্ত্রণ সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করে এবং সংশোধনমূলক কাজের ইঙ্গিত প্রদান করে।" ("Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, i.e. the standard, what is to bring accomplish i.e. the performance, evaluatings the performance and if necessary, applying corrective measures so that performance takes place according to plans i.e. in conformity with standards.")।

1.17 ব্যবস্থাপনা হল পেশা [Management is a Professon]

ব্যবস্থাপনা হল সেই জীবিকা যেখানে বিশেষ জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার সঙ্গে সেবা প্রদান সম্ভবপর হয়। এ. এস. হর্নবি (A S Hornby)-এর মতে, "পেশা হল এমন বৃত্তি যেখানে উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।" এ. এস. হর্নবি পেশার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

1. বিশেষ জ্ঞান অর্জন;
2. বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া;
3. অর্জিত জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ;
4. নিষ্ঠার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালন;
5. নৈতিক আচরণ বিধির প্রতি আনুগত্য বজায়;
6. প্রতিনিধিমূলক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ কাজ।

ডালটন ম্যাকফারল্যান্ড (Dalton McFarland)-এর মতে, "পেশা হল একটি জীবিকার উৎস, যা প্রকৃত শিক্ষার ওপর দণ্ডায়মান এবং যার সাফল্য পরীক্ষা অর্জিত মুনাফার সাহায্যে নয়, সেবার মাধ্যমে বিচার্য।" (A profession is a source of livelihood based on substantial body of knowledge and its formed acquisition and whose test of success is the service, not the profit earned there.") ডালটন ম্যাকফারল্যান্ড (Dalton McFarland) পেশাগত ব্যবস্থাপকের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. বিশেষ জ্ঞানের জন্য স্বীকৃত সংস্থার অস্তিত্ব;
2. সদস্যদের নিয়ন্ত্রণকারী আচরণ-বিধি;
3. অভিজ্ঞতা অর্জন ও প্রশিক্ষণের জন্য আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি;
4. পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গিমূলক প্রতিনিধি সংস্থা গঠন;
5. সেবার মনোভাবে প্রাধান্য;
6. পারিশ্রমিক প্রদান।

হোজ ও জনসন (Hodge and Jonson)-এর মতে, "পেশা হল এমন বৃত্তি যাতে উচ্চশিক্ষা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, যা সমাজের বিশেষ কোনো অংশে সেবা প্রদানের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।" ("A vocation requiring some significant body of knowledge that is applied with high degree of consistency in the service of some relevant segment of society.")।

জেমস বার্নহাম (James Burnham)-এর মতে, "ব্যবস্থাপকবর্গ পেশাদারিদের মধ্যে অভিজাত।" ("Managers are becoming an elite of Professionals.")। যদিও জর্জ এস. ক্লড (George S. Claude) ব্যবস্থাপকদের পেশাদার হিসেবে ভাবতে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, "ব্যবস্থাপনা সরাসরি পেশা না হলেও একটি দানবিক পদক্ষেপ রূপে সেইদিকেই এগিয়ে চলেছে।" ("Management is not outsight a profession but it is taking a giant-step in that direction.")। ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (Indian Institute of Management) বা আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (American Management Association) ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পেশা (Profession)	পেশাগত সংস্থা (Professional Association)
1. হিসাবরক্ষা পেশা	The Institute of Chartered Accountants of India
2. ব্যয় রক্ষা পেশা	The Institute of Cost Accountants of India
3. ব্যবস্থাপনা পেশা	Indian Institute of Management
4. ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা	India Society of Engineers
5. সচিবের পেশা	The Institute of Company Secretaries of India
6. আইন পেশা	Bar Council of India
7. চিকিৎসা পেশা	All India Medical Council

▣ কোনো পেশার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ঃ

1. **বিশেষ জ্ঞানের জন্য স্বীকৃত (Well defined for knowledge) ঃ** প্রত্যেক পেশায় বিশেষ জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য পেশাদারি সংস্থা থাকে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বীকৃত পেশাদার সংস্থা বিশেষ জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে চলেছে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক অবস্থা পর্যালোচনা করে নীতি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন (Richard Nixon) বলেছিলেন, "তুমি যদি ব্যবস্থাপনার জগতে প্রবেশ করো, তুমি কখনোই বেরিয়ে আসতে পারবে না।" ("If you enter into the field of management, you never come out.")।
2. **সীমিত প্রবেশ (Restricted Entry) ঃ** পেশার ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য পরীক্ষা বা ডিগ্রির প্রয়োজন। MBBS বা MD ডিগ্রি থাকলে চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত হওয়া যাবে। ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজের জন্য MBA ডিগ্রি-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে।
3. **পেশাগত সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত (Affiliated by Professional Association) ঃ** প্রত্যেক পেশা পৃথক সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত। চিকিৎসা পেশা All India Medical Council দ্বারা স্বীকৃত। আইনের পেশা Bar Council of India দ্বারা স্বীকৃতি।
4. **নৈতিক আচরণ-বিধি (Code of Conduct) ঃ** প্রত্যেক পেশার নৈতিক আচরণ-বিধি আছে। চিকিৎসকদের "হিপোক্রেটিক ওথ" নিতে হয়। "The Hippocratic Oath is an Oath historically taken by physicians." এই শপথের মাধ্যমে ("Uphold specific ethical standard.") ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রেও আচরণ-বিধি অনুসরণ করতে হয়।

   হিসাবশাস্ত্রের পেশার জন্য The Institute of Chartered Accountants of India Code of Conduct তৈরি করেছে।
5. **সেবার মনোভাব (Service Motive) ঃ** প্রত্যেক পেশায় সেবার মনোভাব থাকা উচিত। যদিও ব্যবস্থাপকদের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য অর্জন। ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য মুনাফা। যদিও বর্তমানে মুনাফাকে কারবারের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কারবারকে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কোম্পানি আইন, 2013 নির্দিষ্ট কোম্পানির ক্ষেত্রে মুনাফার 2 শতাংশ Corporate Social Responsibility (CSR) বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে।

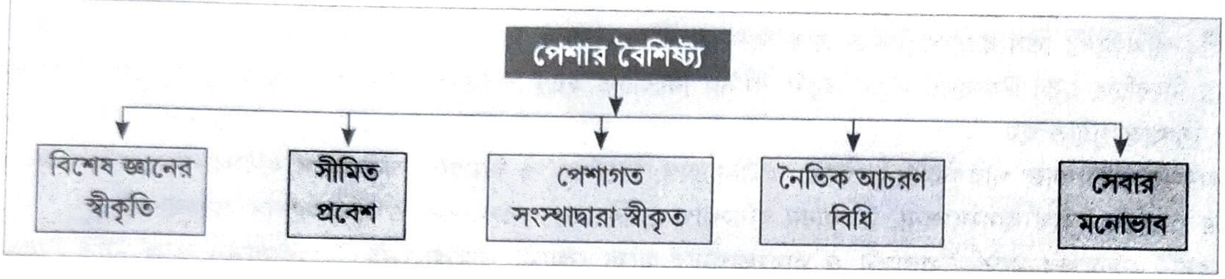

সংক্ষিপ্তসার

ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াকে বোঝায়। হেনরি ফেয়লের মতে, "ব্যবস্থাপনা পূর্বানুমান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠিতকরণ, নির্দেশদান, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ বোঝায়।" লুথার গুলিক ব্যবস্থাপনার কাজকে POSDCORB শব্দবন্ধনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

ব্যবস্থাপনা মানবসম্পদ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও টাকার কার্যকর ও ফলপ্রদ ব্যবহারের ফল। ব্যবস্থাপনাকে কার্যকারী প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা মানবিক ও অমানবিক সম্পদের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমাজের সমৃদ্ধি ঘটায় পিটার এফ. ড্রাকার মনে করেন, "ব্যবস্থাপনা একটি অপরিহার্য মুখ্য সংস্থা হিসেবে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে।" ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ধারণা হল কর্মীগোষ্ঠীকে কৌশলের সঙ্গে পরিচালনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য পূরণ। ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণা হল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কার্যাকারীভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে লক্ষ্য অর্জন। ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া। এল. এ. অ্যালেনের মতে, ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ।" ব্যবস্থাপনা সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য।

প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। কুন্জ এবং ও' ডোনেল এর-মতে, "ব্যবস্থাপনাকে বাদ দিয়ে মানুষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র থাকতে পারে না।"

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ঃ সর্বজনীনতা, সম্পদের কাম্য ব্যবহার, জাতীয় কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য কারবারে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করা। লরেন্স এ অ্যাপলি"-র মতে, "ব্যবস্থাপনা হল অন্য দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।"

ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়ন, সুনাম বৃদ্ধি, নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন ব্যবহার। ব্যবস্থাপনা কলা হিসেবে প্রতিপন্ন করার যুক্তি ইতিহাসের গতিপথ, জ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ, ঝুঁকির অপসারণ, যৌথ প্রচেষ্টা, মূল্যবোধের বিচার, স্বাভাবিক বিকাশ।

ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করার কারণ—বিশেষ জ্ঞান, সূত্রমালা, নিজস্ব মর্যাদা, পূর্বানুমান, পরিবর্তিত পন্থা, নীতি ও প্রয়োগ।

ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ। রবার্ট এ. হিলকার্ট-এর মতে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কলা একই মুদ্রার দুই পিঠ।"

ব্যবস্থাপনার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অপরিহার্য। ফেডরিক হারবিসন ও চালর্স মেয়ার্স-এর মতে, "অর্থনৈতিক সম্পদ, পদ্ধতির প্রয়োগ ও সামাজিক বিশেষ গোষ্ঠী সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তা প্রতিভাত। ভালো পরিবেশ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, সমস্যার সমাধান প্রদান, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য, সার্বিক উন্নয়ন, সর্বজনীন ব্যবহার, বন্ধু, দার্শনিক ও চালক, জাতীয় উন্নয়ন, ভারসাম্য উন্নয়ন ও জনকল্যাণ।

ত্রিস্তর ব্যবস্থাপনা লক্ষণীয়। আরনেস্ট ডেল-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা সাধারণত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ।" ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তরে পরিচালক পর্ষদ, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ আধিকারিক, সাধারণ ব্যবস্থাপকের অবস্থান। উচ্চস্তরে ধারণাগত দক্ষতার প্রাধান্য।

ব্যবস্থাপনার মধ্যস্তরে অর্থব্যবস্থাপক, উৎপাদন ব্যবস্থাপক, বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপকের অবস্থান। মধ্য ব্যবস্থাপক উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের মধ্যে সংযোগের কাজ করে। মানবিক দক্ষতা মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপকের আবশ্যিক গুণাবলি। নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকের কাজ তদারকি করা। অফিস তত্ত্বাবধায়ক, কর্মীপ্রধান, আবেক্ষক ও পরিদর্শক এই পর্যায়ে পড়ে। নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকের আবশ্যিক গুণাবলি প্রযুক্তিগত দক্ষতা।

ব্যবস্থাপকদের তিন ধরনের দক্ষতা লক্ষণীয়—ধারণাগত দক্ষতা, মানবিক দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা। নিম্নস্তরে প্রথাগত সমস্যা বিবেচিত হয়। উচ্চস্তরে নতুন নতুন সমস্যা বিবেচিত হয়। নিম্নস্তরে প্রথাগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উচ্চস্তরে নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ব্যবস্থাপনার কাজ পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মীনিয়োগ, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ। অন্য অর্থে ব্যবস্থাপনার পরিধি মূলত চারটি ক্ষেত্রে প্রসারিত। অর্থ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা।

হেনরি ফেয়লের মতে, "প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।" প্রশাসনের কাজ নীতি নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার কাজ কর্মসম্পাদন।

ব্যবস্থাপনা হল পেশা। এ. এস. হর্নবি-র মতে "পেশা হল এমন বৃত্তি যেখানে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।" চিকিৎসা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও হিসাবরক্ষণ পেশা হিসেবে বিবেচিত। পেশার ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক : বিশেষ জ্ঞানের জন্য স্বীকৃতি, সীমিত প্রবেশ। পেশাগত সংস্থার অস্তিত্ব, নৈতিক আচরণ-বিধি, সেবার মনোভাব।

অনুশীলনী

বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে সঠিকটি বেছে নিয়ে লেখো (MCQ) : প্রশ্নমান-1

1. নিম্নলিখিত কোন্‌টি ব্যবস্থাপনার কাজ নয়?
   a. সংগঠন b. সহযোগিতা
   c. কর্মী পূরণ d. নির্দেশনা

2. নিম্নলিখিত কোন্‌টি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য?
   a. মুনাফা অর্জন b. কারবারের বৃদ্ধি
   c. পরিকল্পনা প্রণয়ন d. সব-কটি

3. ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ তৈরি হয়
   a. পরীক্ষাগারে
   b. ব্যবস্থাপকদের অভিজ্ঞতা দ্বারা
   c. ক্রেতাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা
   d. কোনোটিই নয়

4. "মানবসম্পদ উপাদান ছাড়া উৎপাদনের সমস্ত উপাদান অর্থহীন"—উক্তিটি করেছেন
   a. পিটার এফ. ড্রাকার
   b. কুন্‌জ এবং ও' ডোনেল
   c. ফ্লিগো
   d. এদের কেউ নন

5. ব্যবস্থাপনার স্তর কয়টি?
   a. দুটি b. তিনটি
   c. চারটি d. পাঁচটি

6. নিম্নলিখিত কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয়?
   a. ব্যবস্থাপনা হল একটি উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া
   b. ব্যবস্থাপনা হল একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া
   c. ব্যবস্থাপনা হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
   d. ব্যবস্থাপনা হল একটি প্রক্রিয়া

7. ব্যবস্থাপনা হল
   a. কলা b. বিজ্ঞান
   c. কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই d. কোনোটিই নয়

8. মুখ্য আধিকারিক (Chief Executive officer বা CEO) ব্যবস্থাপনার কোন্ স্তরে অবস্থান করেন?
   a. নিম্নস্তর b. মধ্যস্তর
   c. উচ্চস্তর d. কোনো স্তরেই নয়

9. ব্যবস্থাপনা হল পেশা, কারণ এর জন্য
   a. বিশেষায়িত জ্ঞান b. প্রশিক্ষণ
   c. আচরণ-বিধি d. সব-কটির প্রয়োজন

10. ব্যবস্থাপনার কর্মপ্রক্রিয়ার পরিধি
    a. সংকীর্ণ b. সর্বব্যাপী
    c. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক d. কোনোটিই নয়

11. ব্যাবসার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে
    a. ব্যবস্থাপনা b. প্রশাসন
    c. সংগঠন d. কর্মী সংগঠন

12. নীতি নির্ধারণ কোন্ স্তরের ব্যবস্থাপনার কাজ?
    a. উচ্চস্তর b. মধ্যস্তর
    c. নিম্নস্তর d. কোনোটিই নয়

13. নিম্নলিখিত কাজের মধ্যে কোন্‌টি উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকের কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়?
    a. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা
    b. প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতি ও নীতি স্থির করা
    c. কর্মীদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরা
    d. প্রতিষ্ঠানে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা

14. নিম্নলিখিত কোন্‌টি পেশার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়?
 a. সামাজিক দায়িত্ব b. অর্থ উপার্জন
 c. একটি নীতিমালা থাকে d. সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম

15. মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা
 a. বিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের নিয়ে গঠিত
 b. নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দান
 c. নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের অনুপ্রাণিতকরণ
 d. ওপরের সবগুলি

16. ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ হল
 a. সংগঠন b. পরিকল্পনা
 c. নিয়ন্ত্রণ d. কর্মীনিয়োগ

17. ফোরম্যান ব্যবস্থাপনার কোন স্তরে অবস্থান করেন?
 a. উচ্চস্তরে b. মধ্যস্তরে
 c. নিম্নস্তরে d. কোনোটিই নয়

18. অর্থ ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপনার কোন্ স্তরে অবস্থান করেন?
 a. উচ্চস্তরে b. মধ্যস্তরে
 c. নিম্নস্তরে d. কোনোটিই নয়

19. ব্যবস্থাপনার নির্যাস হল
 a. সমন্বয় b. পরিকল্পনা
 c. নিয়ন্ত্রণ d. সংগঠন

20. কোন্‌টি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হয় না?
 a. ধারণাগত দক্ষতা b. মানবিক দক্ষতা
 c. প্রযুক্তিগত দক্ষতা d. অপরিসীম দক্ষতা

21. ব্যবস্থাপক পরিচালক ব্যবস্থাপনার কোন্ স্তরে অবস্থান করে?
 a. উচ্চস্তরে b. নিম্নস্তরে
 c. মধ্যস্তরে d. কোনোটিই নয়

22. ব্যবস্থাপনা হল সেই কলা যা দলবদ্ধ কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যকে দিয়ে এবং অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল—উক্তিটি
 a. হেনরি ফেয়ল-এর b. হ্যারল্ড কুন্‌জ-এর
 c. লুথার গুলিক-এর d. কেউই নন

23. "ব্যবস্থাপনার আসল কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ"—এই উক্তিটি কার?
 a. পিটার এফ. ড্রাকার b. হেনরি ফেয়ল
 c. জন এফ. মি d. এঁদের কেউ নন

24. "ব্যবস্থাপনা একটি অপরিহার্য মুখ্য সংস্থা হিসেবে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে।" উক্তিটি কার?
 a. হ্যারল্ড কুন্‌জ-এর b. পিটার এফ ড্রাকার-এর
 c. হেনরি ফেয়ল -এর d. এদের কেউ নন

25. ব্যবস্থাপনার আধুনিক ধারণা অনুসারে কোন্‌টি ব্যবস্থাপনার কাজ নয়?
 a. প্রক্রিয়া
 b. কার্যকারিতা ও দক্ষতা
 c. সাধারণ লক্ষ্য ও গোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণ
 d. অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া

26. চিকিৎসকদের নৈতিক আচরণ-বিধির জন্য শপথ নিতে হয় তাকে কী বলে?
 a. হিপোক্রেটিক ওথ b. ইউক্রেটিক ওথ
 c. ডেমোক্রেটিক ওথ d. কোনোটিই নয়

27. ব্যবস্থাপনার স্তর বিন্যাসে কোন্ ধরনের ব্যবস্থাপকরা পিরামিডের নীচের স্তরে অবস্থান করে?
 a. উচ্চস্তর b. মধ্যস্তর
 c. নিম্নস্তর d. সংযুক্ত স্তর

28. কোন স্তরের ব্যবস্থাপকরা কার্যকারী স্তরে অবস্থান করে?
 a. উচ্চস্তর b. মধ্যস্তর
 c. নিম্নস্তর d. সংযুক্ত স্তর

29. কোন স্তরের ব্যবস্থাপকরা কৌশলী পরিকল্পনা করে?
 a. উচ্চস্তর b. মধ্যস্তর
 c. নিম্নস্তর d. সংযুক্ত স্তর

30. উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকরা ধারণাগত ও নকশা দক্ষতা থাকার জন্য কোন্ ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে?
 a. কার্যকারী পরিকল্পনা
 b. কৌশলী পরিকল্পনা
 c. কর্ম পরিকল্পনা
 d. সুকৌশলী পরিকল্পনা

31. আজকের জটিল কারবারি পরিবেশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কী শর্তে নেওয়া হয়?
 a. ঝুঁকি b. অনিশ্চয়তা
 c. নিশ্চয়তা d. স্থিরতা

32. ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতার ধারণা প্রথম কে দেন?
 a. সক্রেটিস b. প্লেটো
 c. অ্যারিস্টট্ল d. আলেকজান্ডার

33. ব্যবস্থাপনা চারটি বিষয় কার্যকর ও ফলপ্রদ ব্যবহারের ফল। বিষয়গুলি হল : কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মানবসম্পদ এবং চতুর্থটি হল
 a. ধর্ম b. অর্থ
 c. কাম d. মোক্ষ

34. ব্যবস্থাপনার প্রত্যেক স্তরে কোন্ দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ?
 a. ধারণাগত b. প্রযুক্তিগত
 c. মানবিক d. নকশা

35. কোন্ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়?
   a. অর্থ ব্যবস্থাপনা   b. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা
   c. বিপণন ব্যবস্থাপনা   d. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

36. সামগ্রিক ও কৌশলগত পরিকল্পনা করা হয়
   a. নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপনায়
   b. মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনায়
   c. উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপনায়
   d. ওপরের সবগুলি

37. ব্যবস্থাপনার কোন্ কাজ আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত হয়?
   a. সমন্বয়   b. পরিকল্পনা
   c. নির্দেশ দান   d. কর্মী নিয়োগ

38. নীতি নির্ধারণ ব্যবস্থাপনার কোন্ স্তরের কাজ?
   a. উচ্চস্তর   b. মধ্যস্তর
   c. নিম্নস্তর   d. সংযোজন স্তর

39. ব্যবস্থাপনায় 'POSDCORS' শব্দটি কে তৈরি করেন?
   a. হেনরি ফেয়ল   b. লুথার গুলিক
   c. জর্জ টেরি   d. লিন্ডল আরউইক

40. ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ কী?
   a. পরিকল্পনা   b. সমন্বয়
   c. কর্মী নিয়োগ   d. নিয়ন্ত্রণ

41. পেশার ক্ষেত্রে কোন্‌টি মেনে চলা অবশ্যক?
   a. Service Rule   b. Code of Conduct
   c. Terms and Condition   d. Ethics

42. কোন্ স্তরের ব্যবস্থাপকরা কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ করে?
   a. উচ্চস্তর   b. মধ্যস্তর
   c. নিম্নস্তর   d. সংযুক্তি স্তর

43. কোন্ স্তরের ব্যবস্থাপকরা নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ করে?
   a. উচ্চস্তর   b. মধ্যস্তর   c. নিম্নস্তর   d. সংযুক্তি স্তর

44. কোন্ স্তরের ব্যবস্থাপকরা পরিকল্পনা ও সংগঠন সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে?
   a. উচ্চস্তর   b. মধ্যস্তর
   c. নিম্নস্তর   d. সংযুক্তি স্তর

45. কোন্‌টি অর্থ ব্যবস্থাপনার কাজ নয়?
   a. বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
   b. অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
   c. লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
   d. উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

Answers

1. b	2. d	3. b	4. a	5. b	6. d	7. c	8. c	9. d	10. b
11. b	12. a	13. c	14. b	15. d	16. b	17. c	18. b	19. a	20. d
21. a	22. b	23. a	24. b	25. d	26. a	27. c	28. b	29. a	30. b
31. b	32. a	33. b	34. c	35. d	36. c	37. a	38. a	39. b	40. d
41. b	42. b	43. c	44. a	45. d					

বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে সঠিকটি বেছে নিয়ে লেখো (MCQ) : প্রশ্নমান-2

1. ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ভর আচরণকে প্রাধান্য দেয় কোন্ কারণের জন্য?
   a. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য
   b. নীতিগতভাবে ঠিক থাকবার জন্য
   c. মুনাফা অর্জনের জন্য
   d. পণ্যের গুণমানের উন্নতির জন্য

2. ব্যবস্থাপনার স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন্ ব্যবস্থাপনার স্তর পিরামিডের সবচেয়ে নীচে অবস্থান করে?
   a. উচ্চস্তর   b. মধ্যস্তর   c. প্রথমস্তর   d. যুক্তস্তর

3. নিম্নলিখিত কোন্‌টি পেশার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়?
   a. সামাজিক দায়িত্ব   b. অর্থ উপার্জন
   c. একটি নীতিমালা থাকে   d. সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম

4. মধ্যবর্তী স্তরের ব্যবস্থাপনা
   a. বিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের নিয়ে গঠিত
   b. নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দান
   c. নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের অনুপ্রাণিতকরণ
   d. ওপরের সব ক-টি

5. কর্তৃত্ব, নিয়মানুবর্তিতা, কর্ম বিভাজন এবং আদকের একতা এইগুলি
   a. টেলরের চারটি নীতি
   b. মানবিক সম্পর্কের নীতি
   c. আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উপাদান
   d. ফেয়লের চোদ্দোটি নীতির চারটি

6. 'ব্যবস্থাপনা হল পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠন গড়ে তোলা, আদেশ দেওয়া, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা'—ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এই ধারণাটি কার?
   a. হেনরি ফেয়ল b. পিটার ড্রাকার
   c. জন মি d. লরেন্স এ অ্যাপলি
7. "ব্যবস্থাপনা হল সেই কলা যা দলবদ্ধ কর্মীগোষ্ঠীর মাধ্যমে অন্যকে দিয়ে এবং অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল" এই উক্তিটি কার?
   a. হেনরি ফেয়ল b. হ্যারল্ড কুন্‌জ
   c. লুথার গুলিক d. পিটার এফ. ড্রাকার
8. 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি' গ্রন্থের প্রণেতা কে?
   a. পিটার এফ. ড্রাকার b. হেনরি ফেয়ল
   c. এফ. ডব্লু. টেলর d. এলটন মায়ো
9. ব্যবস্থাপনাকে মানবদেহের কোন্ অংশের সঙ্গে তুলনা করা যায়?
   a. হৃদয় b. শরীর
   c. মস্তিষ্ক d. মন
10. 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় অনুমান কী ছিল?
   a. দক্ষতা বৃদ্ধি
   b. ব্যবস্থাপক-শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক
   c. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
   d. সব ক-টি
11. কোন্ ধারণা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়?
   a. শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি b. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
   c. উৎপাদন হ্রাস d. জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন
12. পরিস্থিতি সাপেক্ষ মতবাদ সংগঠনের কোন্ বিষয়টিকে বিবেচনার মধ্যে রাখে?
   a. আনুষ্ঠানিক b. পদ্ধতি
   c. কাঠামোগত d. আচরণগত
13. কার মতে ব্যবস্থাপনা কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ?
   a. রবার্ট এন. হিলকার্ট
   b. অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
   c. হ্যারল্ড কুন্‌জ
   d. এদের কেউই নন
14. কার মতে বিজ্ঞান ও কলা একে অপরের থেকে পৃথক নয় পরস্পরের পরিপূরক?
   a. রবার্ট এন হিলকার্ট
   b. অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
   c. হ্যারল্ড কুন্‌জ
   d. এদের কেউই নন
15. ব্যবস্থাপনাকে বিজ্ঞান বলার কারণ হল
   a. ব্যাবহারিক জ্ঞানের অনুসন্ধান
   b. সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার
   c. ব্যাবহারিক জ্ঞানের প্রয়োগ
   d. কোনোটিই নয়
16. কর্মী ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ককে সংগঠন বলে। —এই মন্তব্য কার?
   a. হেনরি ফেয়ল b. পিটার এফ. ড্রাকার
   c. জি. ই. মিলগার্ড d. ম্যাক্স ওয়েবার
17. ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন্ বিবৃতিটি সত্য নয়?
   a. ব্যবস্থাপনা সমাজবিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত
   b. ব্যবস্থাপনা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান
   c. ব্যবস্থাপনা কলা বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ
   d. a. এবং c. উভয়ই
18. 'ব্যবস্থাপনা হল অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল'—এই উক্তিটি কার?
   a. এফ. ডব্লু. টেলর b. হেনরি ফেয়ল
   c. লরেন্স এ. অ্যাপলি d. পিটার এফ. ড্রাকার
19. "সদ্য স্বাধীন দেশগুলির উন্নতি কোন্ পথে অগ্রসর হবে তা নির্ভর করে কত দ্রুত সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করা যায় তার ওপর।"
   a. সি. কে. প্রহ্লাদ b. পিটার এফ. ড্রাকার
   c. হেনরি ফোর্ড d. এন নারায়ণমূর্তি
20. "মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নাম ব্যবস্থাপনা এবং মুনাফা অর্জনহীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নাম প্রশাসন"—উক্তিটি কার?
   a. ব্রিচ b. হেনরি ফেয়ল
   c. ম্যাকফারল্যান্ড d. পিটার এফ. ড্রাকার
21. ব্যবস্থাপনা চারটি বিষয়ের কার্যকর ব্যবহার এর মধ্যে কোনটি অন্তর্ভুক্ত নয়?
   a. মানবসম্পদ b. যন্ত্রপাতি
   c. কাঁচামাল d. অনর্থ
22. "ব্যবস্থাপনা হল অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া"—এই উক্তিটির বক্তা?
   a. যোশেফ এল. ম্যাসি b. মেরী পার্কার ফলেট
   c. লরেন্স অ্যাপলি d. হেনরি ফেওল
23. লুথার গুলিক যে শব্দবন্ধনী সৃষ্টি করেন তা হল
   a. POSDCORB b. PODSCORB
   c. POSDOCRB d. POSDCOBR
24. কার মতে ব্যবস্থাপনার আসল কাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ?
   a. যোশেফ এল. ম্যাসি b. পিটার এফ. ড্রাকার
   c. মেরী পার্কার ফলেট d. লরেন্স অ্যাপলি
25. "প্রজাপতি (ছোটো প্রতিষ্ঠান) বা হাতি (বৃহৎ প্রতিষ্ঠান) কোনোটিই সুন্দর নয়, যদি তার ব্যবস্থাপনা ভালো না হয়।"—উক্তিটি বলেছেন
   a. পিটার এফ. ড্রাকার b. জন কেনেডি
   c. জর্জ টেরি d. সি. এস. জর্জ

26. পিটার এফ. ড্রাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?

a. কারবারের ব্যবস্থাপনা করা
b. ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনা করা
c. কর্মী ও কর্মের ব্যবস্থাপনা করা
d. a., b. এবং c. সবগুলিই ঠিক

27. "ব্যবস্থাপনার মৌলিক তত্ত্ব ও নীতিগুলি সবধরনের প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সবস্তরেই সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।"—কে এই মন্তব্য করেছেন?

a. অলিভার শেলডন b. হেন্‌রি ফেয়ল
c. কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল d. ডোনাল ম্যাকফারল্যান্ড

28. "প্রশাসন হল সংশ্লিষ্ট শিল্পের এমন কাজ যা সাধারণ নীতি নির্ধারণ, অর্থ, উৎপাদন এবং বন্টনের মধ্যে সংহতি সাধন এবং মুখ্য কার্যনির্বাহীর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংগঠনের কাঠামো ও পরিধি স্থির করে।"—কে এই মন্তব্য করেন?

a. হেন্‌রি ফেয়ল b. অলিভার পেলডন
c. পিটার এফ. ড্রাকার d. কুন্‌জ এবং ও'ডোনেল

29. কে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "উন্নয়ন ছাড়া ব্যবস্থাপনা সম্ভব। কিন্তু ব্যবস্থাপনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।"?

a. চেস্টার আই. বার্ণার্ড b. জর্জ টেরী
c. লাওনেস রবিনস্‌ d. পিটার এফ. ড্রাকার

30. রবার্ট এল. কাট্‌জ ব্যবস্থাপকদের কোন্‌ দক্ষতার কথা বলেছেন?

a. ধারণামূলক দক্ষতা b. মানবিক দক্ষতা
c. কারিগরিক দক্ষতা d. সব ক-টি দক্ষতা

31. নিম্নলিখিত কোন্‌টি উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকদের কাজ নয়?

a. কারবারের উদ্দেশ্য স্থির করা
b. দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা করা
c. সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা
d. কাজের তত্ত্বাবধান করা

32. ব্যবস্থাপনা হল একটি __________ প্রক্রিয়া

a. স্থানীয় b. জাতীয়
c. সার্বজনীন d. আঞ্চলিক

Answers

1. b	2. c	3. b	4. d	5. d	6. a	7. b	8. c	9. c	10. b
11. c	12. c	13. b	14. c	15. b	16. c	17. b	18. c	19. b	20. d
21. d	22. b	23. a	24. b	25. a	26. d	27. c	28. b	29. c	30. d
31. d	32. c								